পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছেন, যে সকল অঙ্গের কথা বর্ণিত হন নাই, সেই সকল ভক্তি-অঙ্গের কোনও কোনও অঙ্গের যে কোথাও অধিক মহিমা বর্ণিত হইয়াছেন, আবার শাস্ত্রের অন্যস্থানে কিন্তু অন্য ভক্তিঅঙ্গের অধিক মহিমা বর্ণিত হইয়াছেন। অর্থাৎ যেমন কোনও স্থানে শ্রীএকাদশীর মহিমা অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, আবার কোনও স্থানে শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজনের মহিমা অধিকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাহার কারণ সেই সেই ভক্তিঅঙ্গে শ্রদ্ধা ভেদে সেই সেই ভক্তিঅঙ্গের প্রভাবের উল্লাস বিশেষ অপেক্ষা করিয়াই এরূপ বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাতে পরস্পরের বিরোধ ঘটে না। যেমন ঔষধ প্রভৃতিরও অধিকারীভেদে ঔষধের প্রভাবাতিশয় দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও রোগীর পক্ষে কোনও ঔষধি সত্বর ব্যাধির উপশম করিয়া থাকে, আবার কাহারও পক্ষে ঐ ঔষধ ফলপ্রদ হয় না।

অনন্তর রাগানুগা ভক্তির বিচার করা যাইতেছে। বিষয়ীর বিষয়ের সহিত সংসর্গের জন্য স্বাভাবিক অতিশয় ইচ্ছাময় প্রেমের নাম রাগ। যেমন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সৌন্দর্য্য গ্রহণের জন্য স্বাভাবিক অতিশয় তৃষ্ণা। সেইপ্রকারই ভক্তি জগতে ভক্তের শ্রীভগবানে স্বাভাবিক আকুল পিপাসাময় প্রেমই রাগ শব্দে কথিত হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুও রাগলক্ষণে এইরূপই প্রকাশ করিয়াছেন যথা—

"ইষ্টে স্বারসিক্ষী রাগঃপরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সা'হ'ত্র রাগাত্মিকোচ্যতে॥"

অর্থাৎ আনুকুল্যের বিষয় শ্রীভগবানে স্বাভাবিক প্রেমময়ী পিপাসা; রাগের স্বরূপ-লক্ষণ। অভীষ্ট বিষয়ে পরমাবিষ্টতা, রাগের তটস্থ লক্ষণ। যেমন আকুল পিপাসু ব্যক্তির জলে। সেই স্বাভাবিক আকুল প্রেমময়ী পিপাসা প্রেরিত হইয়া যে নিজ অভীষ্ট ভগবানে ভক্তি করা হয়, তাহার নামই রাগাত্মিকাভক্তি। সেই রাগও বিশেষণভেদে শান্ত-দাস্যাদি বহুপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে শ্রীকপিল ভগবানের বাক্য যথা—"যেষামহং প্রিয় আত্মা, সুতশ্চ সখা—গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং"। অর্থাৎ হে মাতঃ! আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, পুত্র, সখা, হিতোপদেষ্টা গুরু, হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ এবং ইষ্টদেব। এই স্থানে প্রিয় শব্দ যেমন তদীয় প্রেয়সী শ্রীগোপী প্রভৃতির সম্বন্ধে, সখা শ্রীদাম প্রভৃতির সম্বন্ধে, গুরু শ্রীপ্রদ্যুম্ন প্রভৃতির সম্বন্ধে, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও মাতুলেয় আবার কাহারও বা বৈবাহিক ইত্যাদিরূপে সেই একই শ্রীভগবান, সেই সেই সম্বন্ধান্বিত ভক্তের নিকটে বহুপ্রকার ধর্ম্মে সুহৃদ্‌রূপে সম্বন্ধিগণের নিকটে প্রকাশ